



12295 - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তাবলি

প্রশ্ন

অনুগ্রহ করে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-র শর্তাবলি বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত সাতটি। সেগুলো হচ্ছে: ইলম, ইয়াকীন, কবুল করা, নতি স্বীকার করা, সত্যবাদিতা, একনশিঠতা, ভালোবাসা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ হাফযে আল-হাকামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ‘সুল্লামুল উসূল’ নামক পণ্ডিতমিলায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-র শর্তাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

العلم واليقين والقبول ***** والانقياد فادر ما أقول

والصدق والإخلاص والمحبة ***** وفقك الله لما أحبه

“ইলম, ইয়াকীন, কবুল করা ও নতি স্বীকার করা; আমি যা বলছি তা জানে নাও।

সত্যবাদিতা, একনশিঠতা, ভালোবাসা। আল্লাহ যা ভালোবাসেন তেমনাক সেটো পালন করার তাওফিক দনি।”

প্রথম শর্ত: ইলম (জানা)

এ কালমির অর্থ জানা। এ কালমিতে نفی (নাকচকরণ) ও إثبات (সাব্যস্তকরণ) দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা অবগত হওয়া। এমন জানা যা অজ্ঞাতকে নাকচকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“জনে নাও: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া)।”[সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

তিনি আরো বলেন:

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“তবে তারা ছাড়া যারা সত্যেরে (তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর) প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছে এ অবস্থায় যে, তারা জানে।”[সূরা যুখরূফ: ৮৬] অর্থাৎ মুখ দিয়ে তারা যা উচ্চারণ করছে অন্তর দিয়ে সেটির অর্থ তারা জানে। সহীহ হাদীসে আছে: উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ) “যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে জানে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

দ্বিতীয় শর্ত: ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

এই কালমি উচ্চারণকারী এই কালমির মর্মের প্রতি সুনিশ্চিতি অনড় বিশ্বাসী হওয়া। কারণ নিশ্চিতি জ্ঞান ছাড়া অনুমান ঈমানের কোন কাজে আসে না। সুতরাং যে ঈমানে সন্দেহ ঢুকছে সে ঈমানের কী অবস্থা? মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْإِيمَانُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“মুমনি কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর তারা সন্দেহে পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।”[সূরা হুজুরাত: ১৫]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানের সত্যতার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে যেন তারা সন্দেহে পোষণ না করে। সন্দেহে পোষণকারী মুনাফকদের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসে আছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং আমি তাঁর রাসূল (বার্তাবাহক)। যে কোনো বান্দা এ দু’টো সাক্ষ্য নিয়ে কোনো সন্দেহে পোষণ করা ছাড়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে।” অন্য বর্ণনাতো এসেছে: “যে কোনো বান্দা এ দু’টো সাক্ষ্য নিয়ে সন্দেহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তার জান্নাতে প্রবেশে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।”

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

নজিরে জুতা-জোড়াসহ পাঠিয়ে বলেন: “এ দয়োলরে পছেনে তুমি যাকে পাবে সে যদি অন্তররে নশ্চিতি বশ্বাসসহ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে জান্নাতরে সুসংবাদ প্রদান কর”।

তিনি এই কালমি উচ্চারণকারীর জান্নাতে প্রবশে করার ক্ষত্রে শরত করছেন উচ্চারণকারীর অন্তর এ কালমির প্রতি সন্দেহমুক্ত ও নশ্চিতি বশ্বাসী হওয়া। শরত পাওয়া না গেলে ফলাফলও পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় শরত: কবুল করা

এ কালমি যা দাবি করে সটোকে অন্তর ও জহ্বা দিয়ে কবুল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, যারা এ কালমিকে গ্রহণ করছে তাদেরকে বাঁচানো হয়েছে; আর যারা এ কালমিকে প্রত্যাখ্যান করছে ও অস্বীকার করছে তাদের থেকে তিনি প্রতিশোধ নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَشْرَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ 22 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْغَاصِي 23 وَقَفُّهُمْ 24 إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ 24 إِلَى قَوْلِهِ 24 إِنَّهُمْ 24 كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ 35 وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ 36

ভাবানুবাদ: “(ফরেশেতাদেরকে বলা হবে) ‘জালমেদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে সবরে পূজা করত তাদেরকে একত্রিত করো। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও। আর তাদেরকে থামাও; কারণ তাদেরকে জজিঞসা করা হবে।’.....

“যখন তাদেরকে বলা হতো: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) তখন তারা ধুষ্টতা দেখাত। আর তারা বলত: আমরা কি এক পাগল কবরি কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব?”[সূরা সাফফাত: ২২-৩৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার কারণ ও হতু নির্ধারণ করছেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা থেকে অহংকার করা এবং যিনি এ কালমি নিয়ে এসছেন তাকে মথিয়া প্রতিপন্ন করা। তথা এই কালমি যটোকে নাকচ করছে তারা সটোকে নাকচ করেনি এবং এ কালমি যটোকে সাব্যস্ত করছে তারা সটোকে সাব্যস্ত করেনি। বরং অহংকার করে বলছে:

أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ (5) وَأَنْطَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

ভাবানুবাদ: “সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে ফলেছে? এ তো এক অদ্ভুত ব্যাপার! তাদের মোড়লরো এই বলে চলে গেলে: ‘তোমরা গিয়ে তোমাদের উপাস্যদের উপাসনায় অটল থাকো। নশ্চয় এটা (তোমাদের বিরুদ্ধে) একটা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। আমরা তো সর্বশেষে ধর্ম (খ্রিস্টান ধর্ম) এ কথা শুনিনি! এটা মথিয়া উদ্ভাবন ছাড়া কিছুই নয়।’[সূরা সোয়াদ: ৫-

মহান আল্লাহ তাদরেককে মথিয়া প্রতাপিন্ন করে তাদরে জবাব দলিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচনে।

আল্লাহ বললেন:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

ভাবানুবাদ: “(এ রকম বাজ্জে কথা) বরং তনিসত্য নয়ি়ে এসছেনে এবং (অন্য) রাসূলদেরকে সত্যায়ন করছেনে।” [সূরা সাফফাত: ৩৭]

তারপর যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে গ্রহণ করে নয়ি়ছে তাদরে ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ভাবানুবাদ: “তবে আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা নয়। (তারা তাদরে সৎকাজরে পুরস্কার পাবে) তাদরে জন্য (জান্নাত)ে রয়েছে নরিদৃষ্টি জীবিকা, ফলমূল। তারা পুরস্কৃত হবে জান্নাতুন নাদ্দিমে (সুখরে বাগানে)।” [সূরা সাফফাত: ৪০-৪৩]

সহীহ হাদীসে আছে: আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যে হদোয়াত ও ইলম দয়ি়ে আল্লাহ আমাকে প্ররোণ করছেনে তার উদাহরণ হল প্রচুর বৃষ্টিপাতের মত। যে বৃষ্টি কোন একটি ভূখণ্ডের উপর পড়ছে। এর মধ্যে কিছু ছিল ভালো মাটি, যা পানকি গ্রহণ করছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও লতাপাতা উৎপন্ন করছে। আবার অন্য কিছু মাটি ছিল শক্ত। সে মাটি পানকি ধরে রাখেনি এবং সেখানে উদ্ভিদও গজায়নি। এটা হলো সেই ব্যক্তির উপমা যে আল্লাহর দ্বীনে গভীর জ্ঞান অর্জন করছে এবং আল্লাহ যা দয়ি়ে আমাকে প্ররোণ করছেনে তার দ্বারা তাকে উপকৃত করছেনে। অতঃপর সে নজি়ে এ জ্ঞান শখিছে ও অন্যকে শিক্ষা দয়ি়ছে। এবং ঐ ব্যক্তির উপমা, যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মাথা তুলেনি এবং আল্লাহর হদোয়াত কবুল করেনি, যা দয়ি়ে আমি প্ররোতি হযি়ছি।”

চতুর্থ শর্ত: নতিস্বীকার করা

এ কালমা যা নরিদশে করে সেটোর প্রতি নতিস্বীকার করা, যা প্রত্যাখ্যানের বপিরীত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“যে নজিকেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এ অবস্থায় যে, সে মুহসনি (ভালো আমলকারী) সে সর্বাধিক মজবুত হাতল (অর্থ্যাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ধারণ করল। আর সব বিষয়ের শেষে পরণিতি আল্লাহর কাছেই।” [সূরা লোকমান: ২২]

আয়াতে وَجْهَهُ এর অর্থ يُنْقِذُ (নতী স্বীকার করে) এ অবস্থায় যে, সে একত্ববাদী মুহসনি (ভালো আমলকারী)। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর দিকে সমর্পণ করেনি এবং সে মুহসনি নয় সে মজবুত হাতল ধারণ ধরেনি। আল্লাহর নমিনোক্ত বাণীর মর্ম এটাই:

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

“আর যে কুফর করেছে তার কুফর যেনে আপনাকে চিন্তিত না করে; (কেননা) আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন (নির্ধারণিত আছে)। তখন আমি তাদেরকে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম অবহতি করব।” [সূরা লোকমান: ২৩]

সহীহ হাদীসে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি সটোর অনুগামী না হবে।” আর এটাই হলো চূড়ান্ত নতী-স্বীকার ও বশ্যতা।

পঞ্চম শর্ত: সত্যবাদিতা

এ কালমিা বলায় সত্যবাদী হওয়া; যা মথিয়াকে নাকচকারী। তা এভাবে যে, অন্তর থেকে সত্যভাবে এ কালমিটি বলা; যাত করে মুখের বলাটা অন্তরের সাথে মিলে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْم (1) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“আলফি-লাম-মীম। মানুষ কামিনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনছে’ বললই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তো তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী আর মথিাবাদীদেরকে (সুস্পষ্টরূপে) জনে নবিনে।” [সূরা আনকাবূত: ১-৩]

যে সমস্ত মুনাফকি অসত্য অভিপ্রায় নিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছেলি, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“আবার কিছু মানুষ আছে যারা বলে: ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনছে’ কিন্তু তারা আসলে ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও বশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়; তবে কার্যত তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দেয়, যা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে; আল্লাহ তাদের সে ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর মথিয়া বলার কারণে তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি



নর্দিষ্ট আছে।”[সূরা বাকার: ৮-১০]

সহীহ বুখারী ও মুসলমি আছে: মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যভাবে এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও রাসূল) আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দবিনে।”

ষষ্ঠ শর্ত: একনষিষ্ঠতা

ইখলাস বা একনষিষ্ঠতা হলো আমলকে যাবতীয় শরিকের পঙ্কলিতা থেকে মুক্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

“জনে রাখো, একনষিষ্ঠ ধর্ম আল্লাহরই।”[সূরা যুমার: ১৪]

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার সুপারিশ পয়ে সর্বাধিক সটোভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যিনি ইখলাসের সাথে অন্তর থেকে বা মন থেকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।”

সপ্তম শর্ত: ভালোবাসা

এই কালমিক, এই কালমির দাবকি, এই কালমির নর্দিশেনাক, এই কালমি অনুযায়ী আমলকারীকে এবং কালমির শর্ত মনে চলা ব্যক্তিকে ভালোবাসা এবং যা কিছু কালমির বপিরীতে যায় সটোক ঘৃণা করা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

“আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।”[সূরা বাকার: ১৬৫]

আল্লাহ জানিয়েছেন যে, যারা ঈমান এনছে তারা আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে; কারণ তারা আল্লাহর ভালোবাসায় কাউকে শরীক করেনি যমেনভাবে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবদীর মুশরকির করছে। যে মুশরকিরো আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করছে এবং আল্লাহর মত তাদেরকেও ভালোবাসেছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি আছে: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে ততক্ষণ



পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পতি এবং সমস্ত মানুষের চয়ে প্রিয় হবো।”

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।